 ছোট গল্প

লেখক,কমল কান্ত রায় তালুকদার

সিনিয়র শিক্ষক,এল,পি,উচ্চ বিদ্যালয়,ছাতক,সুনামগঞ্জ।

‘প্রিয়তমবরেষু’

নীলুদা, আজ লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামের একটি ভাস্কর্য দেখে তোমার কথা মনে পড়ছে।জীবনের বেদনার নীল আকাশে আবার মেঘ দেখা দিয়েছে।দুঃভাগ্য আমার তোমার মুখচন্দ্রিমা অবয়বে এ ভাস্কর্যটি মনে করে দিয়েছে তোমার-আমার অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি।

২৭ই মার্চ ১৯৭১ সাল রোজ শনিবার।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের জানালার কার্নিস ধরে দাঁড়িয়ে তোমার কথা ভাবছিলাম।অজানা সন্দেহে মনের মধ্যে ভয়টা ক্রমশ বাড়তে লাগলো।গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হাজী মোঃমহসিন হলে বোমা বিস্ফোরন করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক পাক-হানাদার বাহিনী।ইতিমধ্যে আমাদের হলের অনেক শিক্ষার্থী হল ত্যাগ করেছে।গতকাল আমার পাশের কক্ষের পান্না,পল্লবী,ঝর্ণা,রিংকু,পলি,বাবলী,ছবি ও মনোয়ারা সবাই যার যার গ্রামের বাড়ি চলে গেছে।জানিনা,তারা সঠিক ভাবে বাড়ি পৌঁছেছে কিনা।মনোয়ারা বেগম সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানার।তাই ওর সংঙ্গে আমার যাবার কথা ছিল।কিন্তু নীলুদা তোমার অপেক্ষায় সেদিন আমি মনোয়ারার সংঙ্গে যাইনি।এখন পরিস্তিতি আরো অবনতি হচ্ছে।হল পরিচালিকা সবাইকে হল ছেড়ে দেবার জন্যে নোটিশ দিয়েছেন।সমস্ত ঢাকার চলমান অবস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।চারদিকে আর্তহাহাকার কোথাও সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় নেই।মনে হয় সমস্ত দেশটা পাকিস্তানী মেলিটারি ভরে গেছে।বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি,ঘুম আসছিল না।হঠাৎ দরজায় কড়ানড়া শুনতে পেলাম দেওয়াল ঘড়িতে দেখি রাত ৯টা বাজে।দরজা খুলবো কিনা ভাবতে পারছি না-ভয়ে সারা শরীর কাঁপছিল।হঠাৎ আঁচ করতে পারলাম হল পরিচালিকা রোজি বেগমের কন্ঠস্বর।দরজা খুলতেই দেখি তুমি আমার প্রিয়তম নীলুদা ও রোজি ম্যাডাম।তখন ও আমার হাত কাঁপছিল।

….কি নীলা!খুব ভয় পেয়েছ বুঝি?

….জ্বী ম্যাডাম।

….শান্ত হও;ভয় পেলে চলবে না।সবে তো রাত ৯টা।তোমরা তাড়াতাড়ি রেডি হও।সব প্রস্তুত।ড্রাইবার নীচে অপেক্ষা করছে।তোমাকে ও নীলুকে সায়দাবাদ পৌঁছে দিয়ে আসবে।

….দেশের বর্তমান অবস্তা কেমন নীলুদা?

….এ সব কথা পরে হবে।তুমি সবকিছু গোছাও।এখনই আমাদের হল ত্যাগ করতে হবে।হাতে একদম সময় কম।

…মনে পড়ে সে রাতে আমি আমার প্রিয়তম নীলুদার হাত ধরে রাতের অন্ধকারে মধ্যনগরের হরিপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলাম।সায়দাবাদ বাসষ্টেন্ডে এসেই দু’জন একটি মাইক্রোতে উঠেছিলাম।আমার যতদুর মনেপড়ে সে রাতে আমি নীলুদাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলাম।–কিন্তু ভয়টা একদম কমছে না।মাইক্রোর অন্য সব যাত্রীও আমার মতো শংকিত।কখন যে খান সেনাদের কবলে পরতে হবে তা কোন নিশ্চয়তা নেই।সে রাতের যাত্রা ছিল যেন অজানা গন্তব্যে যাত্রা।মাইক্রোর হেড লাইট ব্যাতীত সব লাইট বন্ধ করে দেয়া হলো।শ্রীমঙ্গলে আসার আগেই গাড়ি থেমে গেল।

…কী ব্যাপার নীলুদা,বাস থেমে গেলো কেন?

…চুপ করো নীলা!একদম কথা বলো না!

…Please নীলুদা,বলো না কি হয়েছে?

…সামনে চা বাগানে মুক্তিসেনা ও পাক-সেনাদের মধ্যে অপারেশন চলছে,এই তো গুলির শব্দ!

আমাদের গাড়ী চা-বাগানের ফাঁড়ী পথে থেমেছে।গুলির শব্দে কান ফেটে যাচ্ছে।মনে পড়ে নীলুদা,সেদিন তোমাকে জড়িয়ে কাঁপছিলাম আর ভাবছিলাম নীলুদাকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছাটা বুঝি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে!

ঘন্টা খানেক পর শব্দ বন্ধ হয়।মনে হলো যুদ্ধ থেমেছে।রাত দু’টা বাজছিল।অগত্যা আবার যাত্রা শুরু হলো।মৃত্যুর কাঁটাভরা পথের যাত্রা বড়ই কঠিন।পরদিন ভোর পাঁচটায় বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

২৮শে মার্চ ১৯৭১ সাল রবিবার।নীলুদা এখানকার একটি মুক্তিসেনার ঘাঁটিতে যোগ দেন।দেশের স্বার্থে আমার প্রিয়তম নীলুদা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন।নীলুদার বাবা অবশ্য স্বরণার্থী শিবিরে আমার বাবা-মার সংঙ্গে নীলুদা ও আমার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন।

কিন্তু হলো না।

দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলো।কিন্তু নীলুদা তোমার দেখা আজও পেলাম না।ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ৮ বছর পর লন্ডনে পাড়ি জমালাম।যখনি একা থাকি নীলুদা তোমার কথা ভাবি।তুমি বলতে মধু জমে মিশ্রি হলে আর গড়িয়ে যায় না।ঠিক তদ্রুপ,নীলুদা তোমার কথাই সত্যি হলো,আমিও তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জীবন সাথী হিসেবে মেনে নেই নি।

আজ হঠাৎ করে এমনিভাবে লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামের রক্ষিত সৈনিক ভাস্কর্যটিকে দেখে তোমাকে মনে পড়ল।

জানিনা নীলুদা,তুমি কোথায় আছ?যদি বেঁচে থাক-তবে জেনো-তোমার প্রতীক্ষায় আজও আমি অপেক্ষামান।যদি দেশের তরে শহীদ হও –তবে পরকালে যেন তোমার দেখা পাই-এই ভাস্কর্যের মতো চির উজ্জ্বল-চির অম্লান।

ইতি

তোমার ‘নীলা’